

"পঠন-পাঠনের সার - আসা আর যাওয়া"

আজ মুরলীধর বাবা নিজের মাস্টার মুরলীধর বাচ্চাদের দেখছেন। সব বাচ্চা মুরলী আর মিলনের চাতক। ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত এমন চাতক আর কেউ হতেই পারে না। এই জ্ঞান-মুরলী আর পরমাত্ম-মিলন অনুপম, অভিনব অর্থাৎ স্বতন্ত্র, এবং প্রিয়। দুনিয়ার অনেক আত্মা পরমাত্ম-মিলনের জন্য পিপাসু, প্রতীক্ষায় আছে। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ-আত্মারা দুনিয়ার কোণে গুপ্তরূপে আপন শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্ত করছ। কারণ দিব্য বাবাকে জানার এবং দেখার জন্য দিব্য বুদ্ধি আর দিব্য দৃষ্টি প্রয়োজন, যা তোমরা সব বিশেষ আত্মাকে বাবা দিয়েছেন, সেইজন্য তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানতে পার আর মিলন উদযাপন করতে পার। দুনিয়ার লোকে আহ্বান করে - "এক বিন্দুর পিপাসু মোরা" আর তোমরা কি কর ? আমরা অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, কতো প্রভেদ ! কোথায় পিপাসার্ত আর কোথায় অধিকারী! এখনো তো সবাই অধিকারী হয়ে অধিকারের সাথে এসে পৌঁছেছ। হৃদয়ে এই নেশা যে আমরা নিজের বাবার ঘরে বা আপন গৃহে এসেছি। তোমরা এ'রকম বলো না যে আমরা আশ্রমে এসেছি। আপন গৃহে এসেছ - এ'রকমই তো মনে কর, তাই না ? অধিকারের লক্ষণ হ'ল আপনবোধ। নিজের বাবার কাছে এসেছ, নিজের পরিবারের কাছে এসেছ। তোমরা বাচ্চারা অতিথি হয়ে আসনি, বরং তোমরা এসেছ তোমাদের নিজগৃহে। হতে পারে চারদিনের জন্য এসেছ, কিন্তু তোমরা মনে কর নিজের জায়গায় মধুবনে এসেছ। আসা আর যাওয়া - এই দুই শব্দ যা তোমরা সব ব্রাহ্মণের পাঠের পড়া কিংবা মুরলীধরের যে মুরলী তার সার হ'ল - "আসা আর যাওয়া।" স্মরণের যাত্রার জন্য তোমরা কী অভ্যাস কর ? কর্মযোগীর অর্থ হ'ল - আমি অশরীরী আত্মা শরীরের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র, কর্ম করার জন্য কর্মে আসি এবং কর্ম সমাপ্ত করে কর্ম-সম্বন্ধ থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাই, কর্ম-সম্বন্ধে থাকি, কর্ম-বন্ধনে নয়। তাহলে, সেটা কী ? কর্মের জন্য "আসা" আর তারপর আবার স্বতন্ত্র হয়ে "যাওয়া"। কর্মের বন্ধন-বশ হয়ে কর্মে আস না, কিন্তু সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়কে অধীন করে অধিকারের সাথে কর্ম করার কর্মযোগী হও। ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্মের বশীভূত হও না। কেউ যদি কারও বশ হয়ে যায়, তো বশ হওয়া আত্মা নিরুপায় হয়ে যায় এবং যারা মালিক হয় সেই আত্মারা কখনো কারও দ্বারা প্রভাবিত হয় না, নিজের স্বমানে পরিপক্ব হয়। অনেক বাচ্চা এখনো কখনো কখনো কোনো না কোনও কর্মেন্দ্রিয়-বশ হয়ে যায়, তারপরে বলে - আজ আমার চোখ হতবুদ্ধি করে দিয়েছে, আজ মুখ হতজ্ঞান করেছে, দৃষ্টি বিচলিত করেছে। পরবশ হওয়া অর্থাৎ প্রতারণিত হওয়া এবং প্রতারণার লক্ষণ হ'ল দুঃখের অনুভূতি হওয়া। তাছাড়া, প্রতারণিত হতে চাও না, কিন্তু না চাইলেও করে দেয়, একেই বলা হয়ে থাকে বশীভূত হওয়া। দুনিয়ার লোকে বলে - ঘূর্ণাবর্তে পড়েছিলাম (চক্রর মে আনা)... চাইনি, কিন্তু তবুও জানি না কীভাবে চক্রাবর্তে এসে পড়েছি। তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী আত্মা কোনো বুদ্ধিব্রমের ঘুরপাকে যেতে পার না, কারণ স্বদর্শন চক্র অনেক ঘুরপাক থেকে রেহাই দেয়। না শুধু নিজেকে, বরং অন্যদেরও নিষ্কৃতি দেওয়ার নিমিত্ত হয়। লোকে অনেক প্রকার দুঃখের চক্র থেকে বাঁচার উপায় ভাবে - এই সৃষ্টি- চক্র থেকে তারা বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সৃষ্টি চক্রে থেকে পাট প্লে করতে করতেই অনেক দুঃখের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে জীবনমুক্তি স্থিতি যে প্রাপ্ত করা যায় - তা তারা জানে না। তোমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ কর যে আমরা আপনাদের জীবনে ডবল মুক্তি প্রাপ্ত করতে পারি - জীবনও থাকবে, মুক্তিও হবে, এ'রকম চ্যালেঞ্জ তোমরা করেছ, করেছ না ? নেশার সাথে বলে থাক জীবনমুক্তি আমাদের, আপনাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার, সুতরাং স্বদর্শন চক্রধারী অর্থাৎ দুঃখের চক্র থেকে যারা মুক্ত থাকে এবং যারা মুক্ত করে। তোমরা বশীভূত হও না, বরং মালিক হিসেবে অধিকারী হয়ে, সব কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করিয়ে থাক। তোমরা প্রতারণিত হও না, বরং অন্যদের প্রবঞ্চনা থেকে রেহাই দাও। এই অভ্যাস তোমরা কর, কর না ! কর্মে আসা আর আবার স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়া, তো স্মরণের কী অভ্যাস ছিল ? আসা আর যাওয়া। পাঠের পড়া অর্থাৎ জ্ঞানের সার কী ? কর্মাতীত হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে, তারপরে রাজস্ব করার পাট প্লে করতে নিজের রাজ্যে আসতে হবে। এটাই জ্ঞানের সার, তাই না ! সুতরাং "যাওয়া" আর "আসা" - এটাই জ্ঞান আর যোগ, দিন-রাত এই অভ্যাসে নিয়োজিত আছ। তোমাদের বুদ্ধিতে ঘরে যাওয়ার আর তারপরে রাজস্ব আসার খুশি থাকে। যেমন, নিজগৃহ মধুবনে যখন আস তো কতো খুশি থাকে ! যখন থেকে টিকিট বুক করাও তখন থেকে আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি - বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ হতে থাকে, তাই না! সুতরাং যদি মধুবন ঘরের খুশি থাকে তো আত্মাদের ঘরে যাওয়ার খুশিও থাকে। যতই হোক, খুশির সাথে কে যাবে ? এই "আসা" আর "যাওয়া"র নিরন্তর অভ্যাস যার যতটা হবে। যখনই চাও তখনই অশরীরী স্থিতিতে স্থিত হয়ে যাও আর যখনই চাও তখনই কর্মাতীত হয়ে যাও - এই অভ্যাস খুব পরিণত হওয়া প্রয়োজন। এমন না হয় যে তুমি অশরীরী হতে চাও অথচ শরীরের বন্ধন, কর্মের বন্ধন, ব্যক্তিদের বন্ধন, বৈভবের বন্ধন, স্বভাব-সংস্কারের বন্ধন তোমাকে আকর্ষণ করছে। কোনও বন্ধন তোমাকে অশরীরী হতে দেবে না। যেমন, কেউ

যদি টাইট ড্রেস পরে তবে প্রয়োজনে সেকেন্ডে খুলতে চাইলে খুলতে পারবে না, হেঁচড়া টান লাগে, কারণ শরীরের সঙ্গে চেপে বসে আছে। এইভাবে যেকোনো বন্ধনের খিঁচ তার নিজের দিকে টানবে। বন্ধন আত্মাকে টাইট করে দেয়, সেইজন্য বাপদাদা সদা এই পাঠ পড়ান - নির্লিপ্ত অর্থাৎ স্বতন্ত্র হও এবং অতি প্রিয় হও। বহুকালের এই অভ্যাস প্রয়োজন।

জ্ঞান শোনা আর অন্যদের জ্ঞান শোনানো আলাদা বিষয়, কিন্তু এই অভ্যাস অতি আবশ্যিক। পাস উইথ অনার হতে হলে এই অভ্যাসে পাস হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। আর এই অভ্যাসে অ্যাটেনশন দেওয়ায় ডবল আন্ডারলাইন কর, তবেই ডবল লাইট হয়ে কর্মাতীত স্থিতি প্রাপ্ত করে ডবল মুকুটধারী হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, বাবার অবিদ্যাকারী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছ, গডলি স্টুডেন্ট হয়েছ, 'বাবার সমান জ্ঞানী আত্মা' ('জ্ঞানী তু আত্মা') হয়েছ, বিশ্ব সেবাকারী হয়েছ - এই ভাগ্য তো প্রাপ্ত হয়েছে কিন্তু এখন পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য, কর্মাতীত স্থিতির সমীপে যাওয়ার জন্য ব্রহ্মাবাবা সমান স্বতন্ত্র ও অশরীরী অভ্যাসে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। ঠিক যেভাবে ব্রহ্মাবাবা কর্মাতীত হওয়ার আগে সাকার জীবনে স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয় থাকার অভ্যাসের প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছেন। যে অনুভব তোমরা সব বাচ্চা শুনিয়ে থাক - শোনার সময়ও তিনি স্বতন্ত্র, কার্য করার সময়ও স্বতন্ত্র, বলার সময়ও তিনি স্বতন্ত্র থেকেছেন। তিনি সেবা বা কোনও কর্ম থেকে নিরস্ত হননি, বরং স্বতন্ত্র থেকে লাস্ট দিনও বাচ্চাদের সেবা সমাপ্ত করেছেন। স্বতন্ত্রতা সব কর্মে সহজভাবে সফলতা অনুভব করায়, করে দেখা। কাউকে এক ঘন্টা বোঝানোর পরিশ্রম করেও দেখ আর তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ মিনিট শুনতে শুনতে, বলতে বলতে স্বতন্ত্র বোধের স্থিতিতে স্থিত হয়ে অন্য আত্মাকেও স্বতন্ত্রতার স্থিতির ভাইরেশন দিয়ে দেখা। ১৫ মিনিটে যে সফলতা হবে তা' এক ঘন্টায় হবে না। এই প্র্যাক্টিস ব্রহ্মাবাবা করে দেখিয়েছেন। তাহলে বুঝেছ কি করতে হবে !

তোমরা টিচাররা তো প্রথম নিমিত্ত, ফলো ফাদার করবে, করবে না ! সেবার বিস্তার যতই কেন বাড়ো কিন্তু বিস্তারে যেতে সারের স্থিতির অভ্যাস কম না হয়, বিস্তারে সার যেন ভুলে যেও না। ভোজন-পান কর, সেবা কর কিন্তু স্বতন্ত্র ভাব ভুলো না। বাণী দ্বারাই বা কতদূর সেবা করবে, কত'কে করবে ! সেইজন্য এখন আন্তরিক ভাইরেশন, অশরীরী ভাবের স্থিতির ভাইরেশন, স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রিয়ভাবের শক্তিশালী ভাইরেশন বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দাও। সেবার তীব্রগতির সাধনও এটাই। অন্যের সেবা করার আগে নিজে যখন এই বিধিতে সম্পন্ন হবে তখন সেবার সিদ্ধি প্রাপ্ত করবে। এখন বাণীতে আসা সহজ হয়ে গেছে আর হৃদয় দিয়েও কর, কেননা, তোমাদের অভ্যাস পরিণত হয়েছে। এ'ভাবে এই অভ্যাসও ন্যাচারাল হয়ে যাবে। এই ন্যাচারাল অভ্যাস দ্বারাই নেচার পরিবর্তন হবে, তা' মনুষ্য আত্মাদের নেচার হোক বা প্রকৃতি (নেচার)। বুঝেছ ? কঠিন লাগে না তো, তাই না ! মহোত্তম বাবার বাচ্চা তোমরা আর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির অধিকারী, সুতরাং এ'টা তোমাদের কাছে বড় ব্যাপার নয়। অ্যাটেনশন কীভাবে রাখতে হয় সে'তো জান, নাকি টেনশন রাখতে জান ? তোমাদের নিজস্ব সংস্কার হ'ল অ্যাটেনশনের। যখন টেনশন রাখতে জান তো অ্যাটেনশন রাখা এমন কী বড় ব্যাপার ? টেনশন মনের ভাবনায় সঞ্চারিত হয়েছে, তাই না ! অ্যাটেনশনেরও টেনশন রেখ না, বরং ন্যাচারাল অ্যাটেনশন হোক। কেউ কেউ এমনও করে - অ্যাটেনশনকে টেনশনে বদলে দেয়। কিন্তু অ্যাটেনশনকে অ্যাটেনশন রূপে থাকতে দাও, বদল কর' না। আত্মার অরিজিন্যাল অভ্যাস স্বতন্ত্র হওয়ার। স্বতন্ত্র ছিল, স্বতন্ত্র আছে, আবার স্বতন্ত্র হবে। শুধুমাত্র অ্যাটাচমেন্ট স্বতন্ত্র হতে দেয় না। বাস্তবে, আত্মার অরিজিন্যাল নেচার শরীর থেকে পৃথক থাকার, তারা আলাদা। শরীর আত্মা নয়, আত্মা শরীর নয়। তাহলে পৃথক হ'ল না ? শুধু ৬৩ জন্ম ধরে অ্যাটাচমেন্টের অভ্যাস হয়ে গেছে। অরিজিন্যাল তো অরিজিন্যালই হয়। আত্মা।

অনেক ডবল ফরেনার্স পৌঁছে গেছে, নতুন বছর উদযাপন করার জন্য। অতিথি হয়ে এসেছ নাকি বাচ্চা হয়ে এসেছ ? আপনবোধ হয়, তাই না ! নিজেদের ঘরে বাচ্চাদেরকে দেখে বাপদাদাও খুশি হন। বাচ্চার সদাসর্বদা ঘরের শোভা। বাচ্চাদের নিয়ে সেজে ওঠে মধুবন, সেইজন্য বাপদাদা নিজগৃহের বাহার দেখে খুশি হচ্ছেন। ভারতবাসী হোক বা বিদেশি - উভয়ই ঘরের শ্রী। বাপদাদা তোমাদের আসাতেও অভিবাদন করেন, যাওয়ার কালেও অভিনন্দন জানান। এখানে আসাও ভালো, যাওয়াও ভালো। প্রস্থান নয়, শুধু অভিনন্দন আর অভিনন্দন। যখন তোমরা এখান থেকে যাবে তো সেবার জন্য অভিনন্দন আর এখানে এসেছ তো মিলনের অভিবাদন। উভয়তঃই অভিনন্দন, তাই না ! আত্মা।

দেশ-বিদেশের সদা অধিকারী সব বাচ্চাকে, সদা জ্ঞান আর স্মরণের সারে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা আসা আর যাওয়া -এই স্মৃতি দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আত্মাদের, যারা সদা ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, কর্মাতীত স্থিতির সমীপে পৌঁছানো যোগী আত্মাদের, সদা আপনবোধের অনুভব আর অধিকারের খুশিতে থাকা প্রসন্নচিত্ত বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর

নমস্কার।

ডাক্তারদের প্রতি অব্যক্ত মহাবাক্য - ডাক্তারদের সকলের হৃদয়ে কী আছে ? হসপিটাল নেই তো না ? বাবাকে হৃদয়ে বসানো অর্থাৎ সদাসর্বদার জন্য অনেককে রোগমুক্তির আশীর্বাদ দেওয়া। আজকাল তো ডাক্তাররাও বলেন যে ওষুধ ইত্যাদি তত কাজ করবে না, যতখানি করবে শুভকামনা। তারাও ওষুধপত্রে ভল্লোৎসাহ হয়ে গেছে, কারণ তারা তো জানে যে এর রেজাল্ট কী আর কী বেরোবে ! সেইজন্য এখন সবার নজর আশীর্বাদি শুভেচ্ছার দিকে যাচ্ছে। এখন যোগ, এক্সারসাইজ হিসেবে চারিদিকে বাড়ছে। এখন যোগ পর্যন্ত এসেছে, সহজযোগ পর্যন্ত এসে যাবে। সবার বুদ্ধি ওষুধ থেকে অন্ততঃ অন্য দিকে

তো গেছে, তাই না ? অবশেষে, তারা সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, তো ডক্টরস, তোমরা এই কাজ কর, তাই না ! তোমরাই সবার বুদ্ধি সঠিক দিশায় নিয়ে আস, না ? ভালো, সাহস বজায় রাখায় বাবার সহায়তা আপনা থেকেই প্রাপ্ত হচ্ছে, আর প্রাপ্ত হতেও থাকবে। যেখানে সাহস আছে সেখানে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে যাবে। সব অসম্ভবকে তোমরা সম্ভব কর। দুনিয়ার লোকে যে বলে মনকে একাগ্র করা খুব কঠিন, অসম্ভবও বলে দেয়, তো তোমরা কী বল' ? তোমাদের কাছে তো সেকেন্ডের ব্যাপার, তাই না ! ব্যস ! বাবা বললে' আর মন দিশায় পৌঁছে গেল। তাহলে, তোমাদের জন্য সেকেন্ডের কাজ আর তাদের জন্য অসম্ভব। কতো তারতম্য হয়ে গেল ! টাইম লাগে না তো ? এমন নয় তো - গীত বাজবে, লাল আলো জ্বলবে তবেই মন একাগ্র হবে ? পরিশ্রম করতে হয় না তো ? বাবা নিজেরই, না ! অন্য কারও বাবা তো নন। যদি নিজের বাবা না হয়, আর কেউ যদি বলে - ইনি তোমাদের বাবা, এনাকে স্মরণ কর' তো স্মরণ করতে পারবে না, তাই না ! কিন্তু ইনি তো তোমাদের আপন, নিজের কাউকে স্মরণ করা কখনো কঠিন হয় না। পরকে স্মরণ করা কঠিন হয়ে যায়। তোমরা তো অধিকারের সাথে স্মরণ কর', নাকি উঁনি ভগবান, অনেক বড়, সূর্য সমান - এ'ভাবে স্মরণ কর' ? সবকিছু আমার - এই অধিকারে স্মরণ কর'।

অলৌকিক গোলাপ হয়ে সারাদিন সৌরভ ছড়াতে থাক। সুগন্ধ এমন জিনিস যা দূরে থাকা যে কোনো কাউকে আকর্ষণ করতে পারে। দূর থেকে সে ভাববে - এই সুগন্ধ কোথা থেকে আসছে ! তাইতো তোমাদের অলৌকিকতা বিশ্বকে আকর্ষণ করবে। দেখ, আধ্যাত্মিকতার সৌরভ দেশ থেকে বিদেশকেও আকর্ষণ করেছে, তাই না ! বিদেশ পর্যন্ত সৌরভ পৌঁছেছে ! যে কোনও কাজ করতে করতে শুভ সঙ্কল্পের সাথে এই সুগন্ধ ছড়াতে থাক। কোনো কাজ করার সময় চেক কর বুদ্ধি কত দিকে যাচ্ছে ? না চাইতেও অনেক দিকে যায়, একদিকে হয় না। তাহলে, যখন অন্য দিকে যেতে পারে তবে তো সেবাও করতে পার, পার না ! স্মরণও করতে পার। খুব কম সময়ই হয় যখন তোমাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে (fully) সেই কাজে থাকে। যখন এমন কোনো কাজ হবে - যেমন ডাক্তার অপারেশন করেন, যখন জরুরি অপারেশন হয় তখন সেখানে ফুল বুদ্ধি থাকবে, কিন্তু যখন ওষুধপত্র দেওয়া হচ্ছে অথবা রুগীকে দেখছ তখন বুদ্ধি অন্য কাজও করে। যখন সেটা করতে পারে তো এটা কেন করতে পারবে না ? চক্রাকারে ঘোরা মন আর বুদ্ধির অভ্যাস। হয় জ্ঞানের চক্র ঘোরাও অথবা, ব্যর্থ চক্র ঘোরাও কিন্তু চক্র তো অবশ্যই ঘোরে। তোমরা যদি স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তবে অন্য সব চক্র শেষ হয়ে যাবে।

তাহলে, সেবায় সবাই সহযোগী ? সার্কমস্ট্যাণ্ডের কারণে যাঁদের সময় হয় না তাঁরা হাত উঠাও, মন্সা সেবা তো সবাই করতে পার, না ? বিজি থাকার জন্য সেবা খুব ভালো উপায়। যত নিজেকে বিজি রাখবে তত সেফ থাকবে। হয় মন্সা সেবা কর, অথবা বাচনিক সেবা বা কর্মণা কর, বুদ্ধিতে অবশ্যই বিজি থাক। হাত-পায়ে তো বিজি থাক, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বিজি থাক। নিজের টাইম-টেবল বানাও। যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ততই তাঁর টাইম-টেবল ফিক্সড হয়। তোমরা তো বড় থেকেও বড় ব্যক্তিত্ব, তাই হও না ? সারা কল্পে খুঁজে এস, ব্রাহ্মণের থেকে বড় কেউ আছে ? এমনকি, দেবতারাও নয়। যদিও তোমরাই দেবতা হবে কিন্তু এই জীবনের তুলনায় তা' কিছুই নয়। জীবন যদি হয় তো ব্রাহ্মণ জীবন, অতি শ্রেষ্ঠ। আচ্ছা।

বরদানঃ

অব্যক্ত পালনা দ্বারা শক্তিশালী হয়ে লাস্ট সো ফাস্ট যাওয়ার ফাস্ট নম্বরের অধিকারী ভব অব্যক্ত পার্টে আসা আত্মাদের পুরুষার্থে তীব্রগতির ভাগ্য সহজভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। এই অব্যক্ত পালনা সহজেই শক্তিশালী বানায়, সেইজন্য যে যত চায় সামনে এগিয়ে যেতে পারে। এই সময় বরদান-প্রাপ্ত, 'লাস্ট সো ফাস্ট' আর 'ফাস্ট সো ফাস্ট' হওয়ার। সুতরাং, এই বরদানকে কাজে লাগাও অর্থাৎ সময় অনুসারে বরদানকে স্বরূপে নিয়ে এস। যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে তা' ইউজ কর, তবেই ফাস্ট নম্বরে আসার অধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- স্বমানের সীটে সেট থাক তো সবার মান আপনা থেকেই প্রাপ্ত হবে।

লভনীয় স্থিতির অনুভব করুন - যদি বাবার প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা থাকে, তাহলে সেই ভালোবাসার লক্ষণ হ'ল সমান আর কর্মতীত হওয়া। 'করাবনহার' হয়ে কর্ম কর এবং করাও। কর্মেন্দ্রিয় তোমাকে দিয়ে যেন না করায়, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি করাও। কখনো মন-বুদ্ধি বা সংস্কারের বশ হয়ে কোনও কর্ম ক'র না। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;